যুগান্তর

তারিখ 18 MAY 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

২৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লক্ষাধিক শিক্ষকের মধ্যে হতাশা

তালিকা তৈরি নিয়েও ঘাপলার অভিযোগ

মুশতাক আহমদ

দেশের ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে প্রধানমন্ত্রী জাতীয়করণের ঘোষণা দেন ৯ জানুয়ারি। এরপর ৪ মাসের বেশি সময় কেটে গেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ওইসব প্রতিষ্ঠান বেসরকারিই রয়ে গেছে। এখানেই শেষ নয়, আরও দেড় মাসের বেশি সময় এ অবস্থায় থাকবে প্রতিষ্ঠানগুলো। আর ওইসব প্রতিষ্ঠানের লক্ষাধিক শিক্ষক আগস্টের আগে নিজেদের সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিতে পারবেন না।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেবল আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পড়ে গোটা প্রক্রিয়া এভাবে পিছিয়ে গেছে। তাই এ অবস্থায় তাদের মনে বাসা বেঁধেছে আশঙ্কা। কারণ সামনে দেশের বৈরী রাজনৈতিক পরিস্থিতি। শিক্ষকদের আশঙ্কা, প্রতিষ্ঠান ও তাদের চাকরি জাতীয়করণের প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়ে নতুন সরকারের আগমন পর্যন্ত ঠেকে থাকলে হয়তো ভণ্ডুল হয়ে যাবে তাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষকরা প্রায়ই টেলিফোনে এই দুঃখের কথা জানাচ্ছেন যুগান্তরকে।

জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে শিক্ষকদের মহাসমাবেশে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তিন ধাপে বিদ্যমান বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ হওয়ার কথা। এর মধ্যে এমপিওভুক্ত স্কুলগুলো চলতি বছরের ১ জানুয়ারি জাতীয়করণ হবে। আগামী ১ জুলাই দ্বিতীয় এবং আগামী বছরের ১ জানুয়ারি তৃতীয় ধাপে সব বিদ্যালয় জাতীয়করণ হয়ে যাবে। সে হিসাবে সারাদেশে ২৬ হাজার ১৯৩টি বিদ্যালয়ের ১ লাখ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারি হয়ে যাবে। একটি নীতিমালার আওতায় এদের আর্থিক সুবিধা দেয়া হবে।

এ লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করেছে। কিন্তু ওই কমিটিগুলো নির্ধারিত সময়ে তাদের কাজ শেষ করতে পারেনি। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ৩০ জানুয়ারি জাতীয়করণের লক্ষ্যে উপজেলা ও থানায় যাচাই-বাছাই কমিটির কাজ শুরু হয়। এ কমিটির প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা ৫ মার্চ শেষ হয়। পরে ৭ মার্চ এ সময়সীমা আরও ১০ দিন বাড়িয়ে ১৮ মার্চ করা হয়। একই সঙ্গে জেলার যাচাই-বাছাই কমিটির প্রতিবেদন ২৪ মার্চের পরিবর্তে ৪ এপ্রিল নির্ধারণ করা হয়। জানা গেছে, বর্ধিত সময়ে উপজেলার কাজ শেষ হলেও জেলার রিপোর্ট আসছে না। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মাত্র ৩৯টি জেলার কাগজপত্র পৌঁছেছে মন্ত্রণালয়ে। শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, জেলা কমিটি বিশেষ করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের একশ্রেণীর কর্মকর্তা নানা উপায়ে এ নিয়ে অর্থ আদায়ের ধান্ধায় নেমেছে। এর মধ্যে অযোগ্য প্রতিষ্ঠানকে যোগ্য করা আর যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে অযোগ্য করার জোচ্চুরি চলছে। এমনই নানা ঘটনার মধ্যে একটি ঘটেছে পিরোজপুরে। এই জেলার শিক্ষা অফিসার (ডিপিইও) অযোগ্য অনেক প্রতিষ্ঠানকে রহস্যজনক কারণে যোগ্য হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এদিকে সংশ্লিষ্টরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, জাতীয়করণের গোটা প্রক্রিয়া শেষ হতে আরও অন্তত দেড় মাস সময় লাগবে। কেননা, এখন পর্যন্ত বরিশাল বিভাগের একটি জেলার রিপোর্টও আসেনি। যেই জেলায় মন্ত্রণালয়, অধিদফতর ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সেই ঢাকার তথ্য পর্যন্ত পায়নি মন্ত্রণালয়। ঢাকা বিভাগের আরও অনেক জেলার তথ্যও মন্ত্রণালয় এখনও পায়নি। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এভাবে চলতে থাকলে জুনের শেষের দিকে কেবল বিদ্যালয় অধিগ্রহণের গেজেট জারি হতে পারে। কেননা, জেলার কাজ শেষ হলে এরপর মন্ত্রণালয়ের যাচাই-বাছাই রয়েছে। আর শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ হতে সময় লাগবে আরও অন্তত সাড়ে ৩ মাস। ফলে আগামী আগস্টের আগে শিক্ষকরা চাকরি জাতীয়করণের স্বাদও পাবেন না। সেই বিবেচনায় সরকারি চাকুরে হিসেবে আর্থিক সুবিধার মুখ দেখতে তাদের আরও অন্তত ৪ মাস সময় লাগবে। তবে বিদ্যালয় অধিগ্রহণে বিলম্ব হলেও শিক্ষকদের চাকরি শিক্ষকের : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

শিক্ষকের : হতাশা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

জাতীয়করণে তেমন সময় লাগবে না বলে মনে করেন এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা। নাম প্রকাশ না করে ওই কর্মকর্তা জানান, মন্ত্রণালয় থেকে ১ ভাগ সারাদেশে বিদ্যালয় বা প্রতি উপজেলা বা থানায় একটি করে বিদ্যালয় হলেও পরিদর্শন ও তথ্য যাচাই-বাছাই করার কথা। সেটি করার জন্য ইতিমধ্যে ৭টি বিভাগে ৭টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে। এক প্রশ্নের জবাবে ওই কর্মকর্তা বলেন, প্রথম দফায় জাতীয়করণ জানুয়ারি আর দ্বিতীয় দফায় জুলাইয়ে হওয়ার কথা থাকলেও সমস্যা আসলে প্রকট নয়। কেননা, জানুয়ারি ধাপের কাজ পিছিয়ে পড়লেও দ্বিতীয় ধাপের কাজে বেশিদিন লাগবে না। ওই ধাপে ৮শ'র মতো বিদ্যালয় রয়েছে। ওগুলোর কাজ যথাসময়েই শুরু হবে। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ খাতে বরাদ্দ ১শ' কোটি টাকা এবার ফেরত যাবে। তবে তা নতুন বাজেটে যুক্ত হয়ে আসবে। ফলে শিক্ষকদের চাকরি যেদিনই জাতীয়করণ হোক না কেন আর্থিক সুবিধা দিতে বিলম্ব হবে না। থানা পর্যায়ে শিক্ষকদের সার্বিক চাকরি জীবন, শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্কুলের ভিত্তি, লেনা-পাওনা ইত্যাদি সরকার গঠিত জেলা-উপজেলা কমিটির যাচাই-বাছাই ৪টি ছকে জেলায় পাঠিয়ে থাকে। জেলা পর্যায়ে সেগুলো আবার যাচাই হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে বিলুপ্ত ঘোষিত রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মহাসচিব শেখ আবদুস সালাম মিয়া বলেন, জাতীয়করণের নামে কাগজপত্র এবং তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের নামে অযথা বিলম্ব করা হচ্ছে। তাদের ভয়, এভাবে সরকারের মেয়াদকাল শেষ করে শিক্ষকদের ঠকানোর প্রক্রিয়া চলছে কি-না। এ ব্যাপারে তিনি সরকার প্রধানের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। এ ব্যাপারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. আফছারুল আমিন বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ কাজটি করে যাচ্ছেন। এ সংক্রান্ত কাজকর্মে যাতে কোন ভুল না হয় এবং এ ধরনের ভুলের কারণে ভবিষ্যতে যাতে কেউ কোন জটিলতায় না পড়েন, সে জন্য উপজেলা-জেলা পর্যায়ে কমিটির মাধ্যমে কাজ করানো হচ্ছে। এটা শিক্ষকদের ভালোর জন্যই করা হচ্ছে।